সাঁওতাল ভাষা

① 'সমর্বনগর মহাবিদ্যালয়'
বাংলা - সাম্মানিক
চতুর্থ সেমেস্টার
পেপার - CC-7
পূর্ণমান - ২৫

② মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥ — এই শ্লোকটি মিশ্রকলাবৃত্তরীতির ছন্দ। তা কেন কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ হবে না — কারণগুলি লিপিবদ্ধ করো।

উ: প্রশ্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত। প্রথমে শ্লোকটির ছন্দলিপি প্রণয়ন করে দেখে নেওয়া যাক এর বিন্যাস কিরূপ —

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ / ১ ১ ১ ১ ২
মহাভারতের কথা / অমৃত সমান (৮+৬)

১ ১ ২ ২ ১ ১ / ১ ১ ১ ১ ২
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান (৮+৬)

আলোচ্য শ্লোকটি কলাবৃত্ত বা দলবৃত্তরীতির ছন্দ হবে না, তার কারণ, (প্রথমত), শ্লোকটি ৮+৬ মাত্রার ছন্দোবন্ধে রচিত, এতে কলাবৃত্ত ছন্দরীতির মতো রুদ্ধদলের দুমাত্রার প্রসারণ নেই আবার দলবৃত্ত ছন্দরীতির মতো সব রুদ্ধদলকে একমাত্রা গণনা করলেও মাত্রা সমতা রক্ষায় থাকে না। অপ্রান্ত্য অর্থাৎ শব্দের আদি ও মধ্যস্থ রুদ্ধদল সংশ্লিষ্ট হয়ে এককলামাত্রা এবং প্রান্তস্থ রুদ্ধদল বিশ্লিষ্ট হয়ে দুকলামাত্রা হওয়ায় এ ছন্দ কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দরীতির না হয়ে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দরীতির হয়েছে।

(দ্বিতীয়ত), শ্লোকটিতে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দের মতো চার, পাঁচ, ছয়, সাত মাত্রার বা দলবৃত্ত ছন্দের মতো চার মাত্রার পর্ববিভাজন করা সম্ভব নয়। যেমন —

মহাভার | তের কথা | অমৃত স | মান

এভাবে ক্ষুদ্র পর্বভাগে শ্লোকটি পড়া যাবে না। চতুর্মাত্রক পর্বভাগ অপেক্ষা ছয়-আট-দশ মাত্রার পর্বভাগ যা মিশ্রকলাবৃত্তরীতির বৈশিষ্ট্য তাই এই শ্লোকটিতে প্রযুক্ত হবে।
এই শ্লোকটি আমরা পড়বো দুটি পর্বভাগে —

মহাভারতের কথা ॥ অমৃত সমান।

2020/06/26 2
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

② (তৃতীয়ত), কলাবৃত্ত রীতির লয় মধ্যম, ধ্বনি বিশ্লিষ্ট ঝংকার প্রতিধ্বনিত হয়। দলবৃত্ত রীতিতে লয় দ্রুত এবং প্রতি পর্বের আদ্যক্ষরে প্রস্বর পড়ে। প্রশ্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে মধ্যমলয় বা দ্রুতলয়, প্রস্বর বা ধ্বনিঝংকার প্রযুক্ত করলে দেখা যাবে তা শ্রুতিমধুর হবে না। কিন্তু ধীর গম্ভীর মন্থর ভাবে, অর্থাৎ ধ্বনি প্রবাহের সাথে যদি শ্লোকটি পড়া হয় তবেই তা যথাযথ শোনায়। তাই শ্লোকটিতে দলবৃত্তরীতি বা কলাবৃত্তরীতির ছন্দ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। তা মিশ্রকলাবৃত্তরীতির ছন্দে রচিত হয়েছে।

2020/06/26

Scanned with CamScanner

② 'চাঁদমুখ', 'মুখচন্দ্র', 'মুখ যেন চাঁদ' — এই উদাহরণগুলিতে কোন কোন অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে কারণসহ বিশ্লেষণ করো।

উঃ

'চাঁদমুখ': উদাহরণটিতে উপমেয় হলো মুখ, উপমান হলো চাঁদ। আমরা জানি, স্বভাবধর্মে বিজাতীয় অথচ সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখের দ্বারা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয় তাকে উপমা অলঙ্কার বলা হয়। আলোচ্য উদাহরণটিতে 'চাঁদমুখ' পদের অর্থ চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। এখানে মুখটির উপমা অলংকারের প্রয়োগ করা হয়েছে।

'চাঁদমুখ' - এই উপমা অলংকারের এই উদাহরণটিতে উপমার চারটি অঙ্গের (উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম, সাদৃশ্যবাচক শব্দ) মধ্যে উপমেয়, উপমান ছাড়া বাকী দুটি অঙ্গ অনুপস্থিত। তাই সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ না থাকায় এটি লুপ্তোপমা হয়েছে।

'মুখচন্দ্র': উপমেয় ও উপমানের তুলনা করবার সময় যখন তাদের মধ্যে অভেদ আরোপ করা হয় তখন রূপক অলংকার হয়। উদাহরণটিতে উপমেয় হল 'মুখ' এবং উপমান হল 'চন্দ্র', এখানে মুখ ও চন্দ্রের মধ্যে অভেদ আরোপ করা হয়েছে।

আবার যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়-র সাথে একটি উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে নিরঙ্গ রূপক অলংকার বলা হয়। 'মুখচন্দ্র' উদাহরণটিতে একটি উপমেয় 'মুখ' এর সাথে একটি উপমান 'চন্দ্রের' অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, তাই এটি নিরঙ্গ রূপক অলংকারের উদাহরণ।

'মুখ যেন চাঁদ': নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। উদাহরণটিতে উপমেয় হল 'মুখ' এবং উপমান হল 'চাঁদ'।

2020/06/26 20:48

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এখানে উপমেয় মুখ এর সঙ্গে উপমান চাঁদের একটা সাদৃশ্য রয়েছে যে উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা জানি, যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় এবং সংশয়বাচক শব্দ 'যেন', 'বুঝি', 'প্রায়' ইত্যাদি যে কোন একটির উল্লেখ থাকে তাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে। আলোচ্য উদাহরণটিতেও 'যেন' সংশয়বাচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখ থাকায় এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ।

2020/06/26 20:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৩. 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি', 'কাব্যের আত্মা রীতি', 'কাব্য কাব্যত্ব লাভ করে অলংকারের গুনে' — এর মধ্যে কোন মত শ্রেষ্ঠ আলোচনা করো।

উঃ কাব্যের আত্মার অনুসন্ধানে আলংকারিকরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন— দেহবাদী ও আত্মাবাদী। দেহ ও আত্মার মিলনেই যেমন মানুষ তেমনি কাব্যের কথা শরীর এবং তার আত্মা এই দুই-এ মিলেই কাব্য।

দেহবাদীরা শব্দার্থ, অলংকার প্রভৃতিকেই কাব্যের আত্মা হিসাবে নির্বাচন করে যে ভুল করেছিলেন ধ্বনিবাদীরা সেই ভুল সংশোধন করে ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন —

'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনি'

ধ্বনিবাদীগন বাচ্যার্থের অতিরিক্ত প্রতীয়মান অর্থকেই ধ্বনি বলেছেন, কারন রমনীদেহের লাবন্য যেমন অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত আলাদা বস্তু তেমনি ধ্বনি হল বাচ্যার্থের অতিরিক্ত প্রতীয়মান অর্থের দ্যোতনা। এই প্রতীয়মান অর্থই হল ধ্বনি— তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে — অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা। এবং তাই কাব্যের আত্মা।

2020/06/26 22:40

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner